কালবেলা

2 2 MAY 2026

# নিউজিল্যান্ডে পোশাক রপ্তানি বাড়াতে চায় বিকেএমইএ

**বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার এবং নিটপণ্য খাতে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। বিকেএমইএ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়**

## নিউজিল্যান্ড হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে কৌশল নির্ধারণে জোর

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

নিউজিল্যান্ডের বাজারে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি আরও বাড়াতে কার্যকর কৌশল নির্ধারণ এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ)।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বিকেএমইএ কার্যালয়ে সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত নিউজিল্যান্ডের হাইকমিশনার ডেভিড পাইনের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার এবং নিটপণ্য খাতে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। বিকেএমইএ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

এতে জানানো হয়, বৈঠকে দুই দেশের ক্রেতা ও সরবরাহকারীদের মধ্যে সহযোগিতা এবং জ্ঞান বিনিময় বাড়াতে বাণিজ্যমেলা, মতবিনিময় সভা, সম্মেলন ও বিভিন্ন যোগাযোগভিত্তিক আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ফ্যাশন প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পণ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়।

আলোচনায় বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য নিউজিল্যান্ডের অর্থায়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক উদ্যোগ চালুর সম্ভাবনাও আলোচনা করা হয়। এসব উদ্যোগ ফ্যাশন প্রযুক্তি, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং পণ্য বহুমুখীকরণে সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। বৈঠক শেষে উভয়পক্ষ ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদারে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

সংগঠনটির সিনিয়র সহসভাপতি অমল পোদ্দার এবং পরিচালক এম ইশফাক আহসানসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কালবেলা

2 2 MAY 2026

# নিউজিল্যান্ডের উন্নত কারিগরি সহযোগিতা চায় বিজিএমইএ

**বিজিএমইএ ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার সুদূরপ্রসারী রোডম্যাপ ও দূরদর্শী উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে**

বৈঠক

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

তৈরি পোশাক খাতের টেকসই রূপান্তরের অংশ হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে নিউজিল্যান্ডের উন্নত কারিগরি সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। পাশাপাশি দেশটির বাজারে বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যান্ড প্রচারের আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত নিউজিল্যান্ডের হাইকমিশনার পিটার পাইন বৈঠক করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজিএমইএ জানায়, বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি, বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিজিএমইএর প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে হাইকমিশনার জানান, বাংলাদেশ কোন কোন খাতে নিউজিল্যান্ডের সহযোগিতা চায়, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দিলে দেশটি অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়নে কারিগরি এবং কৌশলগত সহযোগিতায় ইতিবাচকভাবে অংশীদারত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবে।

বৈঠকে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান হাইকমিশনারের সহযোগিতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বিজিএমইএ ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার সুদূরপ্রসারী রোডম্যাপ ও দূরদর্শী উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে। এই লক্ষ্য অর্জন ও বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে বিজিএমইএ প্রচলিত বাজারের বাইরে নিউজিল্যান্ডের মতো নতুন এবং সম্ভাবনাময় বাজারগুলোর ওপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে।

বিজিএমইএ সভাপতি এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নিউজিল্যান্ড সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থন চান।

বৈঠকে নিউজিল্যান্ডের বাজারে বাংলাদেশি পোশাকের ব্র্যান্ড ভিজিবিলিটি বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈশ্বিক অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড নিউজিল্যান্ডে সরাসরি কাজ না করায় দেশটির স্থানীয় ক্রেতা ও রিটেইলারদের সঙ্গে কীভাবে সরাসরি ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, সে বিষয়ে বিজিএমইএর পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকমিশনার ডেভিড পাইন নিউজিল্যান্ডে আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এক্সপো ও ট্রেড ফেয়ারে বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের অংশ নেওয়ার পরামর্শ দেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল
22 MAY 2026

## পিআরআইর সেমিনারে অর্থনীতিবিদদের তাগিদ

# অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে এমন সংস্কার দরকার

> সংরক্ষণবাদী বাণিজ্য নীতির কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে আসতে আগ্রহী হচ্ছে না

**ড. জাইদী সাত্তার**
চেয়ারম্যান, পিআরআই

> প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা মাফিয়াতন্ত্র প্রায়ই নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে

**ড. ফাহমিদা খাতুন**
নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

**সমকাল প্রতিবেদক**

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এ জন্য ব্যাপক কাঠামোগত সংস্কার দরকার। কেবল চাহিদা বাড়িয়ে আর প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীতে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই) আয়োজিত এক সেমিনারে অর্থনীতিবিদরা এমন তাগিদ দিয়েছেন। প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন এবং বাণিজ্য নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা জরুরি বলে মনে করেন তারা। 'উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিমুখী সংস্কারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার: বাজেট-পূর্ব অগ্রাধিকার' শীর্ষক সেমিনার পিআরআই কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড. জাইদী সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিআরআইর প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. আশিকুর রহমান। তিনি বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সংস্কার এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এগিয়ে নিতে হবে। এ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার এবং বিরাষ্ট্রীয়করণকে তিনি উৎপাদনমুখী অর্থনীতি গড়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বিনিয়োগের পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সুদের হার কম থাকলেই যে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে, বিষয়টি তেমন নয়। অবকাঠামোগত দুর্বলতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি এবং দক্ষ জনশক্তির অভাব বিনিয়োগের পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করছে।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, অর্থনীতির বর্তমান সংকটগুলো কাটিয়ে উঠতে নানামুখী সংস্কার লাগবে। তবে সংস্কার যেন কেবল স্লোগানে সীমাবদ্ধ না থাকে। অতীতে অরাজনৈতিক সরকারের সময়েও অনেক সংস্কার বিষয়ে বলা হলেও বাস্তবে সাফল্য আসেনি। প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা 'মাফিয়া তন্ত্র' প্রায়ই নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি সতর্ক করেন, ব্যাংকিং, জ্বালানি ও অবকাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো যাতে কোনো নির্দিষ্ট 'মাফিয়া তন্ত্রের' প্রভাবে না পড়ে, তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাগবে, যা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়ে পরিচালন ব্যয় দ্রুত বাড়ছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলার জন্য উদ্বেগের বিষয়। এর মধ্যে সরকার বড় বাজেট ঘোষণা করার কথা বলছে। বাজেট ঘাটতির সংস্থান হবে কোথা থেকে– তা বড় প্রশ্ন।

উচ্চ শুল্ক কাঠামো সংস্কার ও বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমেই উৎপাদনশীলতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধির মডেলকে কার্যকর করে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব বলে মত দেন পিআরআই চেয়ারম্যান জাইদী সাত্তার। গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, বাণিজ্য ঘনত্ব ১ শতাংশ বাড়লে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আধা শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে দেশের উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে ড. ফাহমিদা বলেন, এটি কেবল মানুষের হাতে টাকা বাড়ার কারণে নয়, বরং এটি একটি সরবরাহভিত্তিক সংকট। এখানে সিন্ডিকেট কাজ করে। তাই কেবল সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বা সুদের হার বাড়িয়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এর জন্য বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং গুটিকয়েক গোষ্ঠীর বাজার সিন্ডিকেট ভাঙা জরুরি।

ড. জাইদী সাত্তার বলেন, গত ২০ বছর ধরে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কথা বললেও সরকার একটিও চুক্তি করতে পারেনি শুধু উচ্চ ট্যারিফ কাঠামোর কারণে। বাংলাদেশে গড় আমদানি কর প্রায় ৫৫ শতাংশ, যা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পথে প্রধান বাধা। উৎপাদনমুখী অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে আমদানিকৃত কাঁচামালের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, সংরক্ষণবাদী বাণিজ্য নীতির কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে আসতে আগ্রহী হচ্ছে না। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে হলে আমদানি নীতিকেও আরও উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে।

সাবেক এনবিআর চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ করনীতি এবং কর প্রশাসনকে আলাদা করার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, একই সংস্থা কর নির্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্বে থাকলে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হয়। তিনি ভারতের উদাহরণ দিয়ে ক্ষুদ্র সেবা প্রদানকারী বা বাইক রাইডারদের জন্য সহজ কর ব্যবস্থা চালু এবং করদাতার হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানান।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি শামস মাহমুদ বলেন, গত দশকে গুটিকয়েক প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা 'অলিগার্ক' ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে অর্থ পাচার করেছে। ফলে সাধারণ ব্যবসায়ীরা এখন উচ্চ সুদের হারের চাপে আছেন। তিনি এলডিসি থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি ও সহজ অর্থায়নের দাবি জানান।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

2 2 MAY 2026

বণিক বার্তা

## ২০২৪ সালে কটন টি-শার্টের প্রধান রফতানিকারক দেশ

| দেশ | রফতানি আয় (কোটি ডলার) | হার |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৭৭৭.৭ | ২০ |
| চীন | ৫৮৪ | ১৫ |
| ভারত | ১৭২.৩ | ৪ |
| তুরস্ক | ১৮৫.৩ | ৫ |
| ভিয়েতনাম | ১৬৪.৮ | ৪ |
| অন্যান্য | ২,০৪০.৬ | ৫২ |

সূত্র: আইটিসি ট্রেড ম্যাপ, ইউএন কমট্রেড ও আইটিসির তথ্য অনুযায়ী

২০১১ সালে কটন টি-শার্ট রফতানিতে চীনকে ছাড়িয়ে শীর্ষ অবস্থানে যায় বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক কটন টি-শার্ট রফতানির ২০ শতাংশই ছিল বাংলাদেশের দখলে। বৈশ্বিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলো সরবরাহ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনছে না; বরং সবচেয়ে কম ব্যয়ের উৎপাদনভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশের ওপর নির্ভরতা আরো বাড়াচ্ছে

### পাবলিক আই ও ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইনের যৌথ প্রতিবেদন

# স্বল্পমূল্যের টি-শার্টে বিশ্বের প্রধান সোর্সিং হাব বাংলাদেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ■**

বিশ্বের তৈরি পোশাক শিল্পে স্বল্পমূল্যের কটন টি-শার্ট উৎপাদন ও রফতানির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) আমদানি বাজারে ২০২৫ সালে কটন টি-শার্টের ৬১ শতাংশই বাংলাদেশ থেকে সরবরাহ হয়েছে। একই সময়ে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা প্রতি পিস কটন টি-শার্টের গড় মূল্য ছিল মাত্র ২ দশমিক ৬ মার্কিন ডলার, যা বৈশ্বিক গড় আমদানি মূল্যের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ কম।

'স্কুইজড ড্রাই: প্রাইসিং প্রেসার ইন দ্য গ্লোবাল ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি' শীর্ষক এক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাবলিক আই ও ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন যৌথভাবে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১১ সালে কটন টি-শার্ট রফতানিতে চীনকে ছাড়িয়ে শীর্ষ অবস্থানে যায় বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক কটন টি-শার্ট রফতানির ২০ শতাংশই ছিল বাংলাদেশের দখলে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলো সরবরাহ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনছে না; বরং সবচেয়ে কম ব্যয়ের উৎপাদনভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশের ওপর নির্ভরতা আরো বাড়াচ্ছে। গবেষণাটির ভাষ্য অনুযায়ী, এটি কোনো 'ডাইভারসিফিকেশন' নয়, বরং 'সবচেয়ে কম ব্যয়ের উৎপাদন কেন্দ্রকে ঘিরে গভীরতর কেন্দ্রীভবন'।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশ এখনো বেসিক আইটেমের বড় কেন্দ্র, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটা পুরোপুরি না, কারণ আমরা আস্তে আস্তে ভ্যালু অ্যাডেড পণ্যের দিকে যাচ্ছি।'

বিজিএমইএ সভাপতির ভাষ্য অনুযায়ী, টি-শার্ট বা বেসিক পোশাকের বৈশ্বিক চাহিদা পুরোপুরি হারিয়ে যাবে না। তিনি বলেন, 'পৃথিবী থেকে তো টি-শার্ট উঠে যাবে না। বাংলাদেশ না করলে অন্য কেউ করবে। আর বাংলাদেশকেই যদি করতে হয়, তাহলে আরো ১০ বছর করতে হবে। কিন্তু প্রাইস এ জায়গায় থাকবে না। কারণ আমাদের কস্ট অব বিজনেস দিন দিন বাড়ছে।'

বিজিএমইএ সভাপতি আরো বলেন, 'টেক্সটাইল পণ্য সোর্সিংয়ের ট্রান্সফরমেশনের ধারাবাহিকতায় একসময় এ শিল্প ইউরোপে ছিল, পরে গেছে কোরিয়া, চীনে। একপর্যায়ে বাংলাদেশে এসেছে। আমাদের পরের হাব নিয়েও ক্রেতারা চেষ্টা করছে। আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় চেষ্টা করে মোটামুটি সফল হয়েছিল। কিন্তু সেখানে গৃহযুদ্ধের কারণে আর এগোতে পারেনি। বাংলাদেশ একসময় সস্তা থাকবে না। কোনো জায়গায় থাকেনি, ইতিহাস তাই বলে।'

গবেষণায় ইইউর আমদানি তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, গত দুই দশকে যে দেশ যত কম দামে টি-শার্ট সরবরাহ করেছে, ইইউর বাজারে তার অংশ তত বেড়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরেই গড়ের নিচে মূল্য বজায় থাকায় দেশটির বাজার অংশীদারত্ব দ্রুত বেড়েছে। অন্যদিকে ২০১৪ সালের পর চীনের রফতানি মূল্য গড়ের ওপরে ওঠার পর সেখান থেকে ধীরে ধীরে সোর্সিং কমিয়েছে বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো। একই সময়ে বাংলাদেশে অর্ডার বাড়তে থাকে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে শেইন, টেমু ও অন্যান্য সীমান্তপারের ই-কমার্স প্লাটফর্ম আরো কম দামের নতুন মানদণ্ড তৈরি করছে, যা বৈশ্বিক বাজারে মূল্যচাপকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।

সস্তা পণ্য উৎপাদন না করলে ক্রেতাদের হাতে বাংলাদেশের বিকল্প আছে কিনা, এমন প্রশ্নের

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'বিকল্প আছে। আমরা না করলে এখন ভারতও এই লো-এন্ড গুডস করার জন্য বসে আছে। পাকিস্তান করছে। এমনটাই হচ্ছে। কাজেই ক্রেতাদের জন্য আমাদের বিকল্প নেই, এটা ঠিক না। এজন্যই আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে হয়।'

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ইইউতে আমদানি হওয়া বাংলাদেশী কটন টি-শার্টের গড় মূল্য ছিল প্রতি কেজিতে ১৩ ডলার। বৈশ্বিক গড় মূল্য যেখানে ১৬ ডলার, সেখানে বাংলাদেশের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কম। প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, পোশাকের এ অতি কম মূল্য কোনো বাজারগত ব্যর্থতা নয়; বরং বৈশ্বিক ফ্যাশন শিল্পের ব্যবসায়িক কাঠামোরই অংশ। এতে বলা হয়, 'লো প্রাইস' এখন ফাস্ট ফ্যাশন শিল্পের কাঠামোগত ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, গত ২৫ বছরে বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার ব্যয় দ্বিগুণের বেশি বাড়লেও পোশাকের সোর্সিং মূল্য কার্যত স্থির রয়েছে। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে হিসাব করলে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উৎপাদন দেশ থেকে কটন টি-শার্টের প্রকৃত সোর্সিং মূল্য প্রতি বছর গড়ে ৩ দশমিক ১ শতাংশ হারে কমেছে। ফলে প্রকৃত অর্থে পোশাকের সোর্সিং মূল্য প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। একই সময়ে ইউরোপে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি ৭০ শতাংশের বেশি হলেও পোশাকের খুচরা মূল্য প্রায় স্থির ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভোক্তাদের কাছে পোশাককে সবসময় সস্তা রাখার কৌশলের পুরো চাপই সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর ঠেলে দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বৈশ্বিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে সোর্সিং মূল্যে খুব

মার্চেন্ডাইজারের ভাষ্য অনুযায়ী, ক্রেতারা সীমিত অর্ডারের জন্য কারখানাগুলোকে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে কার্যত 'একধরনের বাজার সংকট' তৈরি করছে।

গবেষণার জন্য নেয়া সাক্ষাৎকারে কয়েকজন মার্চেন্ডাইজার ও কারখানা ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, অফ-পিক মৌসুমে কারখানা সচল রাখা ও শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য অনেক সময় উৎপাদন খরচের সমান বা তারও কম দামে অর্ডার নিতে হয়। মে-জুলাই ও নভেম্বর-জানুয়ারিকে এ ধরনের মন্দা সময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। সাক্ষাৎকারদাতাদের একজন বলেন, কারখানা ১৫-৩০ দিন বন্ধ থাকলেও মালিকদের বিপুল রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহন করতে হয়। এজন্য সামান্য মুনাফায়ও অর্ডার নিতে বাধ্য হচ্ছেন তারা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগে যেখানে প্রতি পিসে ১০ টাকা পর্যন্ত মুনাফা থাকত, এখন তা ৩ টাকায় নেমে এসেছে। গত ছয় মাসে বাংলাদেশে অন্তত ১৮২টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে গবেষণায়। কিছু ক্ষেত্রে অর্ডার প্রস্তুত হওয়ার পরও ক্রেতারা দাম কমানোর চেষ্টা করেন বলে সাক্ষাৎকারদাতারা অভিযোগ করেছেন।

প্রতিবেদনে 'বায়িং হাউজ' বা সোর্সিং এজেন্টদের ভূমিকাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়, বাংলাদেশে চার হাজারের বেশি উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরো বাড়িয়ে তুলছে এসব মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। তারা সাধারণত মোট অর্ডার মূল্যের ৫-১০ শতাংশ কমিশন নেয়। এক সাক্ষাৎকারদাতার ভাষ্য অনুযায়ী, ব্র্যান্ডগুলো একসঙ্গে চার-পাঁচটি কারখানার কাছ থেকে দরপত্র নেয় এবং সর্বনিম্ন মূল্য নিশ্চিত করছে এ

| | | |
|---|---|---|
| ভারত | ১৭২.৩ | ৪ |
| তুরস্ক | ১৮৫.৩ | ৫ |
| ভিয়েতনাম | ১৬৪.৮ | ৪ |
| অন্যান্য | ২,০৪০.৬ | ৫২ |

২০১১ সালে কটন টি-শার্ট রফতানিতে চীনকে ছাড়িয়ে শীর্ষ অবস্থানে যায় বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক কটন টি-শার্ট রফতানির ২০ শতাংশই ছিল বাংলাদেশের দখলে। বৈশ্বিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলো সরবরাহ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনছে না; বরং সবচেয়ে কম ব্যয়ের উৎপাদনভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশের ওপর নির্ভরতা আরো বাড়াচ্ছে

### পাবলিক আই ও ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইনের যৌথ প্রতিবেদন

# স্বল্পমূল্যের টি-শার্টে বিশ্বের প্রধান সোর্সিং হাব বাংলাদেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ■**

বিশ্বের তৈরি পোশাক শিল্পে স্বল্পমূল্যের কটন টি-শার্ট উৎপাদন ও রফতানির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) আমদানি বাজারে ২০২৫ সালে কটন টি-শার্টের ৬১ শতাংশই বাংলাদেশ থেকে সরবরাহ হয়েছে। একই সময়ে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা প্রতি পিস কটন টি-শার্টের গড় মূল্য ছিল মাত্র ২ দশমিক ৬ মার্কিন ডলার, যা বৈশ্বিক গড় আমদানি মূল্যের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ কম।

'স্কুইজড ড্রাই: প্রাইসিং প্রেসার ইন দ্য গ্লোবাল ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি' শীর্ষক এক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাবলিক আই ও ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন যৌথভাবে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১১ সালে কটন টি-শার্ট রফতানিতে চীনকে ছাড়িয়ে শীর্ষ অবস্থানে যায় বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক কটন টি-শার্ট রফতানির ২০ শতাংশই ছিল বাংলাদেশের দখলে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলো সরবরাহ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনছে না; বরং সবচেয়ে কম ব্যয়ের উৎপাদনভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশের ওপর নির্ভরতা আরো বাড়াচ্ছে। গবেষণাটির ভাষ্য অনুযায়ী, এটি কোনো 'ডাইভারসিফিকেশন' নয়, বরং 'সবচেয়ে কম ব্যয়ের উৎপাদন কেন্দ্রকে ঘিরে গভীরতর কেন্দ্রীভবন'।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশ এখনো বেসিক আইটেমের বড় কেন্দ্র, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটা পুরোপুরি না, কারণ আমরা আস্তে আস্তে ভ্যালু অ্যাডেড পণ্যের দিকে যাচ্ছি।'

বিজিএমইএ সভাপতির ভাষ্য অনুযায়ী, টি-শার্ট বা বেসিক পোশাকের বৈশ্বিক চাহিদা পুরোপুরি হারিয়ে যাবে না। তিনি বলেন, 'পৃথিবী থেকে তো টি-শার্ট উঠে যাবে না। বাংলাদেশ না করলে অন্য কেউ করবে। আর বাংলাদেশকেই যদি করতে হয়, তাহলে আরো ১০ বছর করতে হবে। কিন্তু প্রাইস এ জায়গায় থাকবে না। কারণ আমাদের কস্ট অব বিজনেস দিন দিন বাড়ছে।'

বিজিএমইএ সভাপতি আরো বলেন, 'টেক্সটাইল পণ্য সোর্সিংয়ের ট্রান্সফরমেশনের ধারাবাহিকতায় একসময় এ শিল্প ইউরোপে ছিল, পরে গেছে কোরিয়া, চীনে। একপর্যায়ে বাংলাদেশে এসেছে। আমাদের পরের হাব নিয়েও ক্রেতারা চেষ্টা করছে। আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় চেষ্টা করে মোটামুটি সফল হয়েছিল। কিন্তু সেখানে গৃহযুদ্ধের কারণে আর এগোতে পারেনি। বাংলাদেশ একসময় সস্তা থাকবে না। কোনো জায়গায় থাকেনি, ইতিহাস তাই বলে।'

গবেষণায় ইইউর আমদানি তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, গত দুই দশকে যে দেশ যত কম দামে টি-শার্ট সরবরাহ করেছে, ইইউর বাজারে তার অংশ তত বেড়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরেই গড়ের নিচে মূল্য বজায় থাকায় দেশটির বাজার অংশীদারত্ব দ্রুত বেড়েছে। অন্যদিকে ২০১৪ সালের পর চীনের রফতানি মূল্য গড়ের ওপরে ওঠার পর সেখান থেকে ধীরে ধীরে সোর্সিং কমিয়েছে বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো। একই সময়ে বাংলাদেশে অর্ডার বাড়তে থাকে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে শেইন, টেমু ও অন্যান্য সীমান্তপারের ই-কমার্স প্লাটফর্ম আরো কম দামের নতুন মানদণ্ড তৈরি করছে, যা বৈশ্বিক বাজারে মূল্যচাপকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।

সস্তা পণ্য উৎপাদন না করলে ক্রেতাদের হাতে বাংলাদেশের বিকল্প আছে কিনা, এমন প্রশ্নের

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'বিকল্প আছে। আমরা না করলে এখন ভারতও এই লো-এন্ড গুডস করার জন্য বসে আছে। পাকিস্তান করছে। এমনটাই হচ্ছে। কাজেই ক্রেতাদের জন্য আমাদের বিকল্প নেই, এটা ঠিক না। এজন্যই আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে হয়।'

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ইইউতে আমদানি হওয়া বাংলাদেশী কটন টি-শার্টের গড় মূল্য ছিল প্রতি কেজিতে ১৩ ডলার। বৈশ্বিক গড় মূল্য যেখানে ১৬ ডলার, সেখানে বাংলাদেশের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কম। প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, পোশাকের এ অতি কম মূল্য কোনো বাজারগত ব্যর্থতা নয়; বরং বৈশ্বিক ফ্যাশন শিল্পের ব্যবসায়িক কাঠামোরই অংশ। এতে বলা হয়, 'লো প্রাইস' এখন ফাস্ট ফ্যাশন শিল্পের কাঠামোগত ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, গত ২৫ বছরে বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার ব্যয় দ্বিগুণের বেশি বাড়লেও পোশাকের সোর্সিং মূল্য কার্যত স্থির রয়েছে। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে হিসাব করলে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উৎপাদন দেশ থেকে কটন টি-শার্টের প্রকৃত সোর্সিং মূল্য প্রতি বছর গড়ে ৩ দশমিক ১ শতাংশ হারে কমেছে। ফলে প্রকৃত অর্থে পোশাকের সোর্সিং মূল্য প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। একই সময়ে ইউরোপে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি ৭০ শতাংশের বেশি হলেও পোশাকের খুচরা মূল্য প্রায় স্থির ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভোক্তাদের কাছে পোশাককে সবসময় সস্তা রাখার কৌশলের পুরো চাপই সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর ঠেলে দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বৈশ্বিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে সোর্সিং মূল্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। ২০২৫ সালে শীর্ষ ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই বাংলাদেশ থেকে প্রতি কেজি টি-শার্ট ৮ থেকে ১৮ ডলারের মধ্যে কিনেছে। কিছু বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি) প্রতিষ্ঠান ১০ ডলারেরও কম দামে সোর্সিং করেছে। ফাস্ট রিটেইলিং (ইউনিক্লো) তুলনামূলক বেশি মূল্য দিলেও সেটি ১৭ ডলার প্রতি কেজির নিচে ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলে বেশি মূল্য দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও প্রকৃত সোর্সিং মূল্য কমেছে।

গবেষণায় এইচঅ্যান্ডএম ও ইন্ডিটেক্সের সোর্সিং প্রবণতার বিপরীতমুখী পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, এইচঅ্যান্ডএম বাংলাদেশ থেকে কম দামের বেসিক টি-শার্টের সোর্সিং বাড়িয়েছে। অন্যদিকে ইন্ডিটেক্স তুলনামূলক উচ্চমূল্যের ও অপেক্ষাকৃত জটিল পণ্যের সোর্সিং বাড়িয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে সোর্সিং মূল্য কম দামের একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আটকে রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের কারখানা মালিক ও মার্চেন্ডাইজাররা ক্রেতাদের সঙ্গে দরকষাকষিতে বড় ধরনের অসম ক্ষমতার মুখোমুখি হন। বড় ব্র্যান্ডগুলো সাধারণত একটি নির্দিষ্ট 'টার্গেট প্রাইস' ঠিক করে আলোচনা শুরু করে এবং স্থানীয় বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার সুযোগ নিয়ে সেই দাম চাপিয়ে দেয়। একটি কারখানা রাজি না হলে অন্য কারখানায় অর্ডার স্থানান্তর করা হয়। সাক্ষাৎকারে অংশ নেয়া এক মার্চেন্ডাইজারের ভাষ্য অনুযায়ী, ক্রেতারা সীমিত অর্ডারের জন্য কারখানাগুলোকে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে কার্যত 'একধরনের বাজার সংকট' তৈরি করছে।

গবেষণার জন্য নেয়া সাক্ষাৎকারে কয়েকজন মার্চেন্ডাইজার ও কারখানা ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, অফ-পিক মৌসুমে কারখানা সচল রাখা ও শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য অনেক সময় উৎপাদন খরচের সমান বা তারও কম দামে অর্ডার নিতে হয়। মে-জুলাই ও নভেম্বর-জানুয়ারিকে এ ধরনের মন্দা সময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। সাক্ষাৎকারদাতাদের একজন বলেন, কারখানা ১৫-৩০ দিন বন্ধ থাকলেও মালিকদের বিপুল রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহন করতে হয়। এজন্য সামান্য মুনাফায়ও অর্ডার নিতে বাধ্য হচ্ছেন তারা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগে যেখানে প্রতি পিসে ১০ টাকা পর্যন্ত মুনাফা থাকত, এখন তা ৩ টাকায় নেমে এসেছে। গত ছয় মাসে বাংলাদেশে অন্তত ১৮২টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে গবেষণায়। কিছু ক্ষেত্রে অর্ডার প্রস্তুত হওয়ার পরও ক্রেতারা দাম কমানোর চেষ্টা করেন বলে সাক্ষাৎকারদাতারা অভিযোগ করেছেন।

প্রতিবেদনে 'বায়িং হাউজ' বা সোর্সিং এজেন্টদের ভূমিকাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়, বাংলাদেশে চার হাজারের বেশি উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরো বাড়িয়ে তুলছে এসব মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। তারা সাধারণত মোট অর্ডার মূল্যের ৫-১০ শতাংশ কমিশন নেয়। এক সাক্ষাৎকারদাতার ভাষ্য অনুযায়ী, ব্র্যান্ডগুলো একসঙ্গে চার-পাঁচটি কারখানার কাছ থেকে দরপত্র নেয় এবং সর্বনিম্ন মূল্য নিশ্চিত করতেই এ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, কাঁচামাল বিশেষ করে তুলার মূল্য বাড়লে ক্রেতারা সাময়িকভাবে বেশি দাম দিতে রাজি হলেও শ্রমিকদের মজুরি বাড়ার ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকের সোর্সিং মূল্যে তেমন পরিবর্তন আসে না। ২০০৬, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে বাংলাদেশের পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি বাড়লেও রফতানি মূল্যে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায়নি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান পরিস্থিতিতে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে 'নমনীয় মাধ্যম' হিসেবে শ্রমিকদেরই ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা বা প্রায় ১০৫ ডলার। অন্যদিকে অ্যাঙ্কার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় একটি পরিবারের ন্যূনতম জীবনযাত্রার ব্যয় ৪৮ হাজার ২২ টাকা। প্রতিবেদনে বর্তমান মজুরি কাঠামোকে 'পভার্টি ওয়েজ' বা দারিদ্র্য মজুরি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর টেকসই উন্নয়ন, ন্যায্য মজুরি ও দায়িত্বশীল ক্রয় ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তব সোর্সিং মূল্যের বড় ধরনের অসামঞ্জস্য রয়েছে। এমন দামে অর্ডার দেয়া হচ্ছে যা নিরাপদ কর্মপরিবেশ, আইনসম্মত কর্মঘণ্টা ও জীবনযাত্রার উপযোগী মজুরি নিশ্চিতের ব্যয়ও বহন করতে পারে না।

The Daily Star

2 2 MAY 2026

# Govt may cut AIT on import of raw materials

MD ASADUZ ZAMAN

The government is likely to reduce the advance income tax (AIT) on imported primary and industrial raw materials in the upcoming budget in a move aimed at easing cost pressures on businesses and consumers.

Currently, importers pay a 5 percent AIT at the import stage on raw materials. Under the proposed measure, the rate may be reduced to 4 percent or 3 percent, depending on the type of product, officials familiar with the matter told The Daily Star.

Primary raw materials refer to natural resources, while industrial raw materials include raw or semi-processed materials used to produce finished or semi-finished goods.

Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury is expected to present the proposal in parliament on June 11 as part of the FY2026-27 national budget.

A finance ministry official, speaking on condition of anonymity, said Prime Minister Tarique Rahman approved the proposal in principle at a meeting at the Secretariat on May 14.

During the meeting, the National Board of Revenue proposed several tax measures aimed at supporting economic stability, boosting business confidence and helping contain inflation.

Officials said the reduced AIT rates would apply selectively to essential consumer goods and industrial inputs important for domestic production and supply chains.

The move is part of broader efforts to rationalise the tax burden on businesses while maintaining revenue collection amid ongoing economic challenges.

Businesses have long argued that the existing AIT structure increases import costs and creates liquidity pressure, especially for industries dependent on imported raw materials.

Abul Kasem Khan, chairperson of Business Initiative Leading Development (BUILD), welcomed the planned move.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

The Daily Star

2 2 MAY 2026

# Mango export season kicks off with hopes for higher earnings

STAR BUSINESS REPORT

Sweet summer mangoes have reached markets in different parts of the country, while exports to multiple countries have also begun, raising hopes for higher foreign earnings and stronger demand in international markets.

Meanwhile, Agriculture Minister Mohammad Amin Ur Rashid yesterday inaugurated this year's mango export season at a ceremony held at the Bangladesh Agricultural Research Council in Dhaka.

Mohammad Arifur Rahman, director of the Department of Agricultural Extension's exportable mango production project, said the official inauguration of mango exports was held yesterday, although shipments had already begun two days earlier.

He said 52.5 tonnes of mangoes have so far been exported to 14 countries, including Germany, Sweden, Saudi Arabia, Qatar, Ireland, the UK and Italy.

"New export destinations will become clearer later in the season, as exporters usually explore new markets around the last week of June," he added.

Regarding consumers, he said Bangladeshi mangoes are being sold to both expatriate Bangladeshis and local consumers in foreign markets.

However, exports have not yet entered major supermarket chains as retailers require several conditions to be met, including a regular daily supply.

He added that flight limitations from Bangladesh remain a challenge in ensuring consistent shipments to all destinations.

He also said Bangladesh exported 2,194 tonnes of mangoes to 27 countries in the last export season.

The agriculture minister said the farm sector is one of the pillars of the national economy, with enormous potential to generate foreign exchange earnings through agricultural exports.

He said that although Bangladesh is among the world's most favourable countries for agricultural production, the sector has yet to achieve its full potential due to various policy and legal challenges.

He further highlighted that the adoption of modern agricultural technologies and strict quality assurance are essential for success in international markets.

According to him, China has shown strong interest in importing Bangladeshi jackfruit on a large scale. However, to meet international standards, Bangladesh must establish a modern packaging and quality control system.

He also underscored the importance of preserving the authentic taste and quality of Bangladesh's indigenous fruits while encouraging scientists to enhance fruit colour, shelf life and storage capacity in line with market demands.

Addressing export challenges, he identified high air cargo costs as a major obstacle.

"Biman Bangladesh Airlines is taking steps to expand its fleet and introduce dedicated cargo flights to help resolve the issue," he added.

The minister said that in today's global market, ensuring food safety is just as important as maintaining taste and quality.

He said Bangladesh could establish a strong international position by guaranteeing proper quality control and safe agricultural production.

He expressed optimism that mangoes and other agricultural products would eventually become major sources of foreign currency earnings for Bangladesh.

To realise this vision, he called upon producers, exporters and all relevant stakeholders to work together in a coordinated manner.

The Financial Express

22 MAY 2026

# Reducing air freight charges crucial to full export benefits

## *Says agri minister Aminur Rashid*

**FE REPORT**

There is no way to reap the full benefits of exports without reducing air freight charges as Bangladesh has higher cargo fares than any other country in the world, said Fisheries, Livestock and Agriculture Minister Mohammad Aminur Rashid.

He made the remarks on Thursday while addressing an event marking the inauguration of mango exports at the auditorium of the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) in the city, organised by the Department of Agricultural Extension.

He said exporters from Bangladesh have to pay excessively high air freight charges to send goods to different countries around the world. Exporters have long been demanding a reduction in these charges. Before becoming a minister, he himself had faced various forms of harassment while trying to export products abroad at affordable costs.

Earlier, exporters informed the agriculture minister about the unusually high air freight charges for exporting mangoes and other agricultural products.

They claimed that the high freight costs were pushing agricultural exports into a negative trend and leaving Bangladesh behind competing countries such as India, Pakistan and Thailand.

In response, the minister said, "You may say that I am here now as a minister. Otherwise, like you, I too was a companion in suffering."

Addressing the exporters, the minister said that he understood their reality and promised that the problem would be resolved during his tenure as agriculture minister.

The minister said there was no opportunity to gain the full benefits of exports without reducing air freight charges. He said that Biman Bangladesh Airlines had already signed agreements to purchase several aircraft. Even before those aircraft arrive in the country, Bangladesh's exports would expand further, and cargo flights would eventually be introduced.

Mohammad Aminur Rashid said that once dedicated cargo flights are launched, export costs would decline significantly because fuel and loading charges for cargo aircraft are lower, along with other operational expenses.

"I will soon sit with the aviation minister and all concerned to find ways to reduce the costs as quickly as possible," he said.

Agriculture Secretary Dr Rafiqul I Mohammed, Director General of DAE Abdur Rahim, exporters and representatives of Biman Bangladesh Airlines were present at the event.

*tonmoy.wardad@gmail.com*

The Financial Express

2 2 MAY 2026

# Yeijer Shoe Parts to invest $5m in EPZ

BEPZA Executive Director (Investment Promotion) Md Tanvir Hossain and Yeijer Shoe Parts Managing Director Xia Ruihong signed an agreement on behalf of their respective organisations at the BEPZA Complex in Dhaka on Wednesday. BEPZA Executive Chairman Major General Mohammad Moazzem Hossain was also present.

Yeijer Shoe Parts (BD) Ltd, a company-based in Samoa-China (Taiwan), has signed a land lease agreement with the Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) to set up a footwear and footwear accessories manufacturing facility at Cumilla Export Processing Zone (EPZ), reports UNB.

The company will invest US$ 5.03 million for the production of insoles, outsoles, midsoles, and polyurethane (PU) shoes.

BEPZA Executive Director (Investment Promotion) Md Tanvir Hossain and Yeijer Shoe Parts Managing Director Xia Ruihong signed the agreement on behalf of their respective organisations at the BEPZA Complex in Dhaka on Wednesday. BEPZA Executive Chairman Major General Mohammad Moazzem Hossain witnessed the signing ceremony.

As per the deal, the company will produce 3.0 million pairs of insoles, 1.2 million pairs of outsoles, and 3.2 million pairs of midsoles and 1.0 million pairs of PU shoes annually.

The company is expected to create employment opportunities for 500 Bangladeshi nationals.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
তারিখ
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো